দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

সমস্যা জর্জরিত উচ্চ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকার বহু উচ্চ বিদ্যালয়ে নানাবিধ সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের

ফরিদপুর : জেলা শহরের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয় 'ফরিদপুর জিলা স্কুলে' বিভিন্ন সমস্যার কারণে ছাত্রদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে।

১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুলের বর্তমান ছাত্রসংখ্যা ১৬০০ এবং শিক্ষকের অনুমোদিত মোট ৫৩টি পদের মধ্যে একজন সহকারী প্রধান শিক্ষকসহ আটটি পদ শূন্য। শ্রেণীকক্ষের অভাব, আসবাবপত্রের অভাব, পুরাতন জরাজীর্ণ ভবন, খেলাধূলার জন্য মাঠের অভাব, হোস্টেলের অভাব, লাইব্রেরী ভবনের অভাব, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীকক্ষের মধ্যে অপর্যাপ্ত উঁচু পোকার চিবি। মেঝেতে গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। চার কক্ষবিশিষ্ট একটি টিনশেড ওয়াল ওয়ার্কশপ ভবন অতি পুরাতন, সেখানে শ্রেণীকক্ষের কাজ চালান হয়। পুরাতন টিনের চালা দিয়া বৃষ্টির সময় পানি

(৯ম পৃঃ দ্রঃ)

সমস্যা জর্জরিত উচ্চ বিদ্যালয়ে

(৩য় পৃঃ পর)

পড়ে, দরজা-জানালা ভাঙ্গা, মেঝেতে গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। দুইটি একতলা পুরাতন বিজ্ঞান ভবনের ছাদ চুয়াইয়া সামান্য বৃষ্টিতেই পানি পড়ে। পুরাতন অডিটোরিয়াম ভবনে টিনের পার্টিশন দিয়া কোন রকমে শ্রেণীকক্ষের কাজ চলে। পাঁচ কক্ষবিশিষ্ট পুরাতন টিনশেড ওয়াল হোস্টেল ভবনের চালা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। দরজা-জানালা ভাঙ্গা, মেঝেতে গর্ত। দশ/এগারজন ছাত্র মেস করিয়া কোন রকমে বাস করে, কোন বাবুর্চি নাই। লাইব্রেরী ভবন এবং লাইব্রেরীয়ান নাই। প্রায় তিন হাজার মূল্যবান বই অফিস ভবনের বিভিন্ন কক্ষে আলমারীতে রাখা হয়। স্কুলে বিরাট একটি খেলার মাঠ আছে। উহা খুবই নীচু হওয়ায় বছরের বেশীর ভাগ সময় ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে। ফলে ছাত্ররা খেলাধূলা করিতে পারে না। কমপক্ষে ৩/৪ ফুট উঁচু করিয়া মাটি ভরাট করিলে এই মাঠে সারা বছর খেলাধূলা করা যায়। শ্রেণীকক্ষে আরও কমপক্ষে ১৫০ জোড়া বেঞ্চ, ৫০টি চেয়ার ও ১৫টি টেবিল দরকার। বর্তমানে যে চেয়ার-টেবিল ও বেঞ্চ আছে সেগুলি অবিলম্বে মেরামত করা দরকার। আরও ৩টি পানীয় জলের টিউবওয়েল স্থাপন করা দরকার। সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষক না থাকায় খুবই অসুবিধা হইতেছে। দুইজন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর পদ সৃষ্টির পর হইতে গত ১৩ বছর যাবৎ শূণ্য। চতুর্থ শ্রেণীর মোট দশটি পদের ৪টি শূণ্য। গত ৭বছর যাবৎ সুইপারের পদ শুণ্য থাকায় খুবই অসুবিধা হইতেছে। আরো একটি সুইপারের পদ সৃষ্টি করা দরকার। নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ছাত্রদের ক্লাস করিতে হয়।

সাধারণ শিক্ষকদের কোন কোয়ার্টার নাই। প্রধান শিক্ষকের জন্য একটি তিন কক্ষবিশিষ্ট টিনশেড ওয়াল ভবন আছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে নির্মিত এই ভবনের টিনের চালা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে, বাড়ীর উঠানে সামান্য বৃষ্টিতে পানি জমিয়া যায়, নীচু প্রাচীর এক পার্শ্বে প্রায় সম্পূর্ণটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ঘরের মেঝে ভাঙ্গিয়া স্থানে স্থানে ঢালাই উঠিয়া গিয়াছে। স্কুল ও বাসভবনের বিদ্যুৎ লাইন বর্তমানে খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় আছে। যেকোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে।

রাজবাড়ী : জেলা সদরসহ ৪টি থানার ৭৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩২টি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। সংস্কার বিহীন জরাজীর্ণ বিদ্যালয়গৃহ, বিজ্ঞান শিক্ষা ও কৃষি শিক্ষার উপকরণের অভাব, লাইব্রেরীর দৈন্যদশা, মিলনায়তন, পাঠাগারের অভাব প্রভৃতি সমস্যার দরুণ ছাত্র-ছাত্রীরা যথাযথ শিক্ষালাভে বঞ্চিত হইতেছে। জেলার ৪টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও জুনিয়র বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান হতাশাব্যঞ্জক। ইহাছাড়া ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে সুস পর্কেরঅভাবে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হইতেছে। অনেক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মিলনায়তন নাই। অনেক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাস নেওয়া হয় না। বহু যন্ত্রপাতি শুধু শোভাবর্ধন করিতেছে। অনেক স্কুলে পাঠাগার আছে, বইও আছে। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার সুযোগ নাই। কৃষি শিক্ষক ও শিক্ষার পরিবেশ অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নাই। অধিকাংশ বিদ্যালয়গৃহ কাঁচা। পর্যাপ্ত বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদিগকে গাদাগাদি করিয়া বসিতে হয় অথবা দাঁড়াইয়া ক্লাস করিতে হয়। অনেক বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র অপ্রতুল। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, টিউবওয়েল অনেক স্কুলেই নাই। অনেক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যচর্চা শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। এক শ্রেণীর শিক্ষক বিশেষ করিয়া ইংরেজী ও গণিত বিষয়ের শিক্ষকগণ টিউশনীর নামে বাড়ীতে অথবা স্কুল বসার পূর্বেও ছুটির পর শ্রেণীকক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর ২০/২৫ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়া মিনি স্কুল বসান। গ্রামের স্কুলগুলিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবহারিক উপকরণ নাই বলিলেই চলে। সামান্য থাকিলেও হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার শিক্ষক নাই। ফলে সরকারের বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়ন হইতেছে না।

মাদারীপুর : পৌর এলাকার কুলপদ্দি উচ্চ বিদ্যালয়টিতে স্থান সংকুলান সমস্যা প্রকট। বিদ্যালয়টিতে আজও বহির্দেওয়াল নির্মাত হয় নাই। ১৯৬৯ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টিতে আরও বিজ্ঞান শিক্ষার যন্ত্রপাতি প্রয়োজন। আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। বেঞ্চের অভাব অনেকদিনের। ঝড়ে বিধ্বস্ত বিদ্যালয়গৃহটি পুনঃনির্মাণ করা হইলেও ভিটি কাঁচা রহিয়াছে। বৃষ্টিবাদলের সময় ক্লাস করা কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। প্রায় ৩শত ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করিতেছে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেকই ছাত্রী। সিলিং নাই। ফলে রৌদ্রের সময় দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। আরও শৌচাগার প্রয়োজন। ছাত্রী মিলনায়তনের উন্নয়ন প্রয়োজন। সংযোগ রাস্তাটির সংস্কার প্রয়োজন।

এইদিকে কালকিনি থানার কয়ারিয়া ঈদগাহ বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়টিতে নানা সমস্যা বিরাজ করিতেছে। ১৯৬৮ সালে স্থাপিত এই বিদ্যালয়টিতে ৩ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী লেখা-পড়া করিতেছে। ছাত্রীদের জন্য ভাল মিলনায়তন নাই। বিদ্যালয় গৃহটি সংস্কার করা প্রয়োজন। সিলিং নাই বলিলেই চলে। ফলে রোদবৃষ্টির সময় ক্লাস করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। প্রয়োজনীয় শৌচাগারের অভাবে ছাত্রীদের প্রায়ই বিপাকে পড়িতে হয়।